যায়যায়দিন
11 JUN 2007

গ্রামের শিক্ষকরা ছুটছেন শহরে

ফেরদৌস করিম আখনজী হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো। রাজনৈতিক চাপ ও তদবিরের ফলে পৌর এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংখ্যা বেশি। কিন্তু শহরতলির স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় অপ্রতুল শিক্ষক দিয়ে পাঠদান চলছে। গ্রামের স্কুলগুলোর অবস্থা আরো করুণ। পদ না থাকা সত্ত্বেও ডেপুটেশনে গ্রামের স্কুল শিক্ষকরা তদবিরের জোরে চলে আসেন শহরের স্কুলে। ফলে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ নাজুক। শহরতলির স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি। সেখানে অল্প সংখ্যক শিক্ষক পাঠদানে হিমশিম খাচ্ছেন।

এছাড়াও মাতৃকালীন ছুটি এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা বিরাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিধিমালা অনুযায়ী প্রতি ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য যেখানে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হবিগঞ্জে প্রতি ১০০ জনেও একজন শিক্ষক মিলছে না।

হবিগঞ্জ পৌর এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৫টি। এছাড়া শহরে অনেক কিন্ডারগার্টেন ও বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকায় সেই স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম। কিন্তু শিক্ষক রয়েছেন তুলনামূলকভাবে বেশি। পৌর এলাকায় স্কুলগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৪৯ জন ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে শিক্ষক রয়েছেন ১০ জন, চন্দ্রনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৪ জনের জন্য শিক্ষক রয়েছেন চারজন, টাউন মডেল বালক বিদ্যালয়ে ৪৪৬ শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আটজন, টাউন মডেল বালিকায় ৪৪১ জনের বিপরীতে সাতজন, রামচরণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৮ ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে ছয়জন, হবিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১৯ জনের বিপরীতে ছয়জন, নাতিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪১০ জনের বিপরীতে ১০ জন, চৌধুরী বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৬৪ জনের বিপরীতে আটজন, সওদাগর কৃষ্ণধন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০৩ জনের বিপরীতে পাচজন, আবাসিক এলাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৯৪ জনের বিপরীতে ১১ জন, গোসাইনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫৫ জনের বিপরীতে পাচজন এবং তেঘরিয়া সরকারি ফাহিমা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০৭ জনের বিপরীতে রয়েছেন ছয়জন শিক্ষক।

অন্যদিকে শহরতলির স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর চাপ প্রচুর। সেই তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। শহরতলির পৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৬১ জনের বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা আটজন, বহুলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৩৬ জনের বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা আটজন, পশ্চিম ভাদৈ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০৩ জনের বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা মাত্র চারজন, তেঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০৭ জনের বিপরীতে শিক্ষক মাত্র তিনজন, রিচি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৬৬ জনের বিপরীতে ছয়জন। শহরতলির স্কুলগুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনেক শাখা রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার জন্য সব ক্লাসে সঠিকভাবে পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। সেখানে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা অনেক কম। সেগুলোতে পদ থাকলেও শিক্ষক নেই। এর মধ্যে পাচ পাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১৫ জনের বিপরীতে দুজন, শিকারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭০ জনের বিপরীতে দুজন, গদাইনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮০ জনের বিপরীতে দুজন, কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬৫ জনের বিপরীতে দুজন, ধল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫৬ জনের বিপরীতে তিনজন, আশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫৬ জনের বিপরীতে তিনজন, ব্রাহ্মণডুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫৬ জনের বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা তিনজন, নিশাপট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫৬ জনের বিপরীতে তিনজন শিক্ষক রয়েছেন। সেই স্কুলগুলোর কোনো শিক্ষক ছুটিতে অথবা প্রশিক্ষণে গেলে স্কুল চালানো দুরূহ হয়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী ইচ্ছা করলেই কোনো স্কুলে পদ সৃষ্টি করা যায় না। আগে রাজনীতির কারণে শহরের স্কুলের একটি পদ শূন্য হলে সেই পদে বদলি হওয়ার জন্য রীতিমতো লড়াই শুরু হয়ে যেতো। বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকায় কর্তৃপক্ষের ওপর এ ধরনের কোনো চাপ নেই।

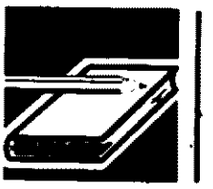

হবিগঞ্জের প্রাইমারি স্কুল

প্রাইমারি শিক্ষা বিধিমালা অনুযায়ী প্রতি ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য যেখানে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন সেখানে হবিগঞ্জে প্রতি ১০০ জনেও একজন শিক্ষক মিলছে না